সমকাল

তারিখ ... 19 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২০ কলাম ৫ ...

কওমির স্বীকৃতিতে খুশি আলিয়ার আলেমরা

■ সাব্বির নেওয়াজ

কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের (আরবি ও ইসলামী স্টাডিজ) সমমান দেওয়ায় খুশি আলিয়া মাদ্রাসার আলেমরাও। এ স্বীকৃতির ফলে পিছিয়ে পড়া বিশাল একটা জনগোষ্ঠী শিক্ষার মূল স্রোতধারায় আসবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখবে বলে মনে করেন তারা। তবে এই স্বীকৃতি যেন কাগজেই সীমাবদ্ধ না থাকে, সেদিকে কওমি আলেমদের নজর রাখতে হবে বলেও মনে করেন তারা। আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের বক্তব্য, কওমি শিক্ষার মান যথাযথভাবে রক্ষা করে শিক্ষার্থীরা যেন দেশি ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এ স্বীকৃতি কাজে লাগবে। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

কওমির স্বীকৃতিতে খুশি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আলেমরা বলেন, কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও শিক্ষা বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উচ্চতর গবেষণা করছে। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যেন সে সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

আলিয়া ধারার একাধিক আলেমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশের কওমি মাদ্রাসায় আল-কোরআন, আল-হাদিস, ইসলামের ইতিহাস এবং আরবি ভাষা পড়ানো হয়। বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামী নানা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয়। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে এমফিল-পিএইচডি করারও সুযোগ আছে। অনেক কওমি গ্র্যাজুয়েটের এসব বিষয়ে শিক্ষকতা করার মতো যোগ্যতা থাকলেও কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির অভাবে তারা আবেদন করতে পারেন না। স্নাতক-স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগও পেতেন না তারা। বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারছেন না। এখন সেই আবেদনের সুযোগ হলো। তবে এর জন্য নিচের স্তরের স্বীকৃতিরও প্রয়োজন হবে। এটাও তাদের আদায় করতে হবে।

ইসলামী দলগুলোর সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয় ফতোয়া বোর্ডের সেক্রেটারি ড. খলিলুর রহমান মাদানী সমকালকে বলেন, কওমির স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের আলেম-ওলামা ও ইসলামের জয়। তারা যদি স্বীকৃতি পায়, এটা অবশ্যই আলেম-ওলামাদের জন্য খুবই ইতিবাচক। সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য ভালো। এত দিন সমাজের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত স্বীকৃতি ও মান না থাকার কারণে, তারা আজ মূল স্রোতধারায় আসবে। তিনি বলেন, কওমির নিচের স্তরের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য আলাদা সিলেবাস বা বোর্ড করা যেতে পারে। কারণ, যে কোনো প্রতিষ্ঠান তাকে ভর্তি করাতে নিচের ধাপগুলোর সনদ চাইবে। সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। এটা যেন শুভঙ্করের ফাঁকি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি ও তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন বলেন, কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি মানে ইসলামী শিক্ষার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি কাজে লাগিয়ে অনেক দূর যেতে পারবে তারা। এ জন্য তাদের পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করতে হবে। একই সঙ্গে এটা নিয়ে যাতে কেউ আর টালবাহানা করতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

আইয়াম পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী বলেন, লাখ লাখ কওমি শিক্ষার্থী বাংলাদেশেরই সন্তান। তাদের নানা কাজে বিভিন্ন সরকারি ফরম পূরণ করতে হয়। ফরমে নাম, জন্মতারিখ, ঠিকানার পরই শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা অংশ থাকে। তবে কওমি সনদধারীরা এ অংশটুকু পূরণ করতে মারাত্মক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন। কারণ, ফরমে সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন সনদের নাম থাকলেও কওমি শিক্ষার কোনো সনদের নাম নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ শিক্ষার স্বীকৃতি থাকলে অবশ্যই পাসপোর্টসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ফরমে কওমি সনদের নাম থাকত।

সনদের সমমান নির্ধারণ যেভাবে : আলেমদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সমতা নির্ধায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে উচ্চতর শিক্ষা কমিশন 'ওয়েফাকুল মাদারিস', 'তানযিমুল মাদারিস', 'রাবিতাতুল মাদারিস' বোর্ডগুলো আর পাঁচটি পৃথক মাদ্রাসায় ১৬ বছর পাঠদান শেষে ইস্যুকৃত সর্বশেষ সনদ 'শাহাদাতুল আলিমিয়্যা ফিল উলুমিল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা'কে আরবি ভাষা ও ইসলামিক স্টাডিজের মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যা দিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েটরা আরবি/ইসলামিক স্টাডিজে শিক্ষকতা কিংবা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন।

জানা গেছে, পাকিস্তানে কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা উলুমুত তাওহীদ, উলুমুল কোরআন, উলুমুল হাদীস, উলুমুল-কানুন ওয়াশ্-শরিয়াহ্, উলুমুত-তারীখ আল-ইসলামিয়া ওয়াস সাকাফাহ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপোলির দাওয়াহ কলেজ ও কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছেন। ওই ছাত্ররাই সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। অন্যদিকে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নদোয়াতুল উলামাসহ অন্যূন ৫০টি বড় মাদ্রাসার সর্বশেষ সনদকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য আলাদাভাবে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের ইংরেজি বিষয়ের সার্টিফিকেট থাকার শর্তে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিয়ে থাকে। আলেমরা বলেন, বাংলাদেশে অনেক কওমি মাদ্রাসা বোর্ড আছে। বেফাকসহ সব কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের সমন্বয়ে কিংবা সব বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে এমন একটি দক্ষ ও স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হোক, যা শুধু কওমি সনদের স্বীকৃতি বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবে না; বরং সময়ের তাগিদ অনুভব করে কওমি শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় সংস্কার নীতিমালাও প্রণয়ন করবে। সাধারণ শিক্ষার সমান্তরাল করে সমযোগ্যতার ভিত্তিতে কওমি বিভিন্ন স্তরের সনদ দিতে পারবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসং... বিভাগ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর